# অধ্যায়-৭: ব্যাংক তহবিলের উৎস ও ব্যবহার

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

**প্রশ্ন ▶১** রূপসা ব্যাংকের কাছে A ফার্মের ব্যবস্থাপক চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য দুই কোটি টাকার ঋণের আবেদন করেছেন। অন্যদিকে B কোম্পানি লি. একটি উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান, যেটি পাঁচটি ভিন্ন ধরনের প্রকল্পের জন্য দুই কোটি টাকা ঋণের আবেদন করেছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর প্রতিটির খরচ চলি-শ লাখ টাকা। অবশ্য রূপসা ব্যাংক শুধু একই ধরনের প্রকল্পে ঋণ না দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দিয়ে থাকে। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১

খ. ঋণ মঞ্জুরের কালে গ্রাহকের চরিত্র বিবেচনা করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত রূপসা ব্যাংকটি ঋণ মঞ্জুরের সময় কোন বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত রূপসা ব্যাংকের দুইটি ঋণের মধ্যে কোন ঋণটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ? যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করো। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নিজস্ব (সঞ্চিতি তহবিল, আমানত) বা বহিস্থ (সাধারণ শেয়ার) উৎস থেকে ব্যাংক যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংক তহবিল বলা হয়।

**খ** ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা যাচাই করার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করতে ঋণগ্রহীতার চরিত্র বিবেচনা করে।

ঋণগ্রহীতার সুনাম ও সততা যাচাই করে দেখা উচিত। কোনো ব্যক্তির সামাজিক সুনাম ও সততা না থাকলে তাকে ঋণ মঞ্জুর করা উচিত নয়। এরূপ ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করলে উক্ত ঋণের টাকা ফেরত পেতে ব্যাংককে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এজন্য ঋণ মঞ্জুর কালে গ্রাহকের চরিত্র বিবেচনা করতে হয়।

**গ** উদ্দীপকে রূপসা ব্যাংকটি ঋণ মঞ্জুরের সময় প্রকল্পের বৈচিত্র্যায়নের বিয়ষটিকে অধিক গুরুত্ব দেয়।

ঋণ প্রদানে বৈচিত্রায়ণ বলতে, একই ধরনের প্রকল্পের পরিবর্তে একাধিক খাতকে গুরুত্ব দেয়াকে বোঝায়। এর মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো যায়।

উদ্দীপকে রূপসা ব্যাংকের কাছে A ও B কোম্পানি ঋণের জন্য আবেদন করেছে। A কোম্পানি চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য ঋণের আবেদন করেছে। অপরদিকে, B কোম্পানি পাঁচটি ভিন্ন ধরণের প্রকল্পের জন্য ঋণের আবেদন করেছে। রূপসা ব্যাংক একই প্রকল্পে ঋণ না দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দিয়ে থাকে। এতে কোন একটি খাতে লোকসান হলেও অন্যান্য প্রকল্প হতে প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা তারা ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার সুযোগ পাবে। তাই বলা যায় যে, রূপসা ব্যাংক বৈচিত্রায়নের নীতিটি অনুসরণ করেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে A কোম্পনিকে ঋণ দেয়া রূপসা ব্যাংকের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

ঝুঁকি এড়ানোর জন্য ঋণ মঞ্জুরকালে ব্যাংক তার নিজের তারল্য, প্রকল্পের বৈচিত্রতা, জামানতের পরিমাণ, ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ড় নিতে ভুল হলে, ঋণের টাকা ফেরত পেতে ব্যাংকগুলোকে অনেক ঝামেলায় পরতে হয়।

উদ্দীপকে রূপসা ব্যাংকের নিকট A কোম্পানি চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য ঋণের আবেদন করেছে। অপরদিকে B কোম্পানি তাদের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের জন্য ঋণের আবেদন করেছে। কোম্পানি দুটির প্রত্যেকেই দুই কোটি টাকার জন্য উক্ত আবেদন করেছে।

তাই আমরা বলতে পারি যে, A কোম্পানি ঋণ নিয়ে তা কোম্পানির চলতি মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করবে। ফলে কোম্পানির লোকসান হলে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পরবে। অন্যদিকে, B কোম্পানি ঋণ নিয়ে তা পাঁচটি ভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে। ফলে কোন কারণে একটি প্রকল্পে লোকসান হলেও অন্যগুলোতে মুনাফা করার সুযোগ থাকবে। সুতরাং বলা যায় যে, A কোম্পানিকে ঋণ দেয়া হলে ব্যাংককে অধিক ঝুঁকি বহন করতে হবে।

**প্রশ্ন ▶২** মি. আজাদ একজন মুরগির খামারি। তার খামারে মূলত মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। তিনি তার ফার্মের সকল অর্থ মধুমতি ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা রাখেন। মুরগির বাচ্চার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তিনি তার ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। এছাড়াও তার খামারটি বড় করার লক্ষ্যে তিনি সম্পূর্ণ খামারটি ঐ ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা ছাড়াও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশে আরো ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. নগদ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. আজাদ প্রথমে যে ঋণ নিয়েছিলেন সেটা কী ঋণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. আজাদ কোন কোন জামানতের ভিত্তিতে পরবর্তী ঋণ গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** উন্নত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃত কার্য পরিচালনায় সক্ষম ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ই-ব্যাংকিং বলে।

**খ** দক্ষতার সাথে নগদ আদায়, নগদ পরিশোধ এবং কী পরিমাণ অর্থ হাতে রাখা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করাকে নগদ ব্যবস্থাপনা বলে।

ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নগদ অর্থ প্রয়োজন। আবার অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা মোকাবিলা করার জন্যও নগদ ব্যবস্থাপনা জরুরি। এছাড়াও লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করতে নগদ ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

**গ** উদ্দীপকে মি. আজাদ প্রথমে তার ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন, যা ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ।

চলতি হিসাবে জমার অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের সুযোগই জমাতিরিক্ত ঋণ। এ ধরনের ঋণ ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহককে প্রদান করে থাকে। স্বল্পমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য গ্রাহকরা এ ধরনের ঋণ নেয়।

উদ্দীপকে মি. আজাদ একজন মুরগির খামারী। তার খামারে মূলত মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। তিনি তার ফার্মের সকল অর্থ মধুমতি ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা রাখেন। অর্থাৎ তিনি মধুমতি ব্যাংকের একজন চলতি হিসাবধারী। তবে বাজারে মুরগির বাচ্চার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তিনি তার ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকা বেশি উত্তোলন করেন। এ অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকা তিনি ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। যা ব্যাংকের চলতি হিসাবের গ্রাহকের জন্য জমাতিরিক্ত ঋণ।

**ঘ** উদ্দীপকে মি. আজাদ পরবর্তীতে খামার বন্ধক রাখা ছাড়াও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশে ঋণ গ্রহণ করেন, যা জামানতের ভিত্তি অনুযায়ী অব্যক্তিক ও ব্যক্তিক জামানত।

ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা কোনো প্রকার সম্পত্তি বন্ধক না দিয়েও কেবল ব্যক্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। তবে

অব্যক্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণে ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয়।

উদ্দীপকে মি. আজাদ মুরগির খামারি। তিনি খামারটি বড় করার লক্ষ্যে ব্যাংক থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ঋণের জামানত হিসেবে ব্যাংককে সম্পূর্ণ খামারটি বন্ধক রাখেন। এছাড়াও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ঋণের জন্য ব্যাংককে সুপারিশ করেন। অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশ এ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের জন্য ব্যক্তিগত জামানত হিসেবে কাজ করেছে। মি. আজাদের গৃহীত ঋণের বিপরীতে তার খামারটি জামানত হিসেবে কাজ করেছে, যা স্থাবর সম্পত্তি। অর্থাৎ খামারটি অব্যক্তিক জামানত হিসেবে গণ্য। এক্ষেত্রে মি. আজাদের ত্রিশ লক্ষ টাকা গৃহীত ঋণের বিপক্ষে ব্যাংক ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক উভয় ধরনের জামানত গ্রহণ করেছে।

**প্রশ্ন ▶৩** কোনো দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক তার তহবিল থেকে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সুদের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে থাকে। এই ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনা করে ব্যাংককে ঋণ দিতে হয়। কারণ ঋণের অর্থ সময়মত ফেরত না এলে ব্যাংক আর্থিক বিপর্যয়ে পড়বে এবং আমানতিদের অর্থ সময়মত ফেরত দিতে পারবে না। *[কু. বো. ১৭]*

ক. ভ্রাম্যমাণ নোট কী? ১

খ. ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণ দানে কোন ধরনের জামানত দিতে হয়? বুঝিয়ে লিখো। ২

গ. ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ কতটুকু ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো? ৪

**৩ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত যে অবাণিজ্যিক ঋণের দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক তার এক বা একাধিক শাখা বা প্রতিনিধিকে কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয় তাকে ভ্রাম্যমান নোট বলে।

**খ** ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণে ব্যক্তিগত জামানত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা ঋণের বন্ধক হিসেবে কোনো প্রকার স্থাবর সম্পত্তি জামানত না দিয়ে কেবল নিজস্ব বা তৃতীয় পক্ষের নিশ্চয়তা প্রদান করে ব্যক্তিগত জামানতে। এ ধরনের ব্যক্তিগত জামানত ব্যাংক হতে ভোক্তা ঋণ গ্রহণে সহায়ক।

**গ** উদ্দীপকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যাংক ঋণ বলতে ব্যাংক তার গ্রাহককে যে অর্থসংস্থান করে তাকে বুঝায়। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায়ের সাথে ব্যাংক ঋণের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, কোনো দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক তার তহবিল থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সুদের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ মূলধন গঠনে সাহায্য করবে। ফলে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সহজেই এবং দক্ষভাবে নতুন নতুন উৎসে বিনিয়োগ করতে পারবে। আবার ব্যাংক প্রদত্ত রপ্তানিকারককে দেয়া মূল্য পরিশাধের নিশ্চয়তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। এছাড়া, শিল্প মালিকেরা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বিদেশ হতে সহজে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে। এতে দেশের শিল্পোন্নয়নও নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের ভূমিকা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যক্রম কল্পনাই করা যায় না।

**ঘ** ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সময় তারল্য, নিরাপত্তা, লাভজনকতা, বৈচিত্র্যতা, জামানত, গ্রাহকের সম্পদ ও ঋণ ফেরতের উৎস ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

যথাযথ খাত বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর করতে পারার ওপর ব্যাংকের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ লক্ষ্যেই ঋণ মঞ্জুরকালে ব্যাংককে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

উদ্দীপকে কোনো দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। ব্যাংক নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে। এই ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংককে অবশ্যই কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

ঋণ মঞ্জুরের পূর্বে ব্যাংককে অবশ্যই তারল্য বিবেচনা করতে হবে। কেননা, অধিক পরিমাণ ঋণ দিলে ব্যাংকটি গ্রাহককে চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে। ফলে ব্যাংকটি আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। ঋণ মঞ্জুরকালে ব্যাংককে অবশ্যই বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণ করা উচিত। কেননা শুধু একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ বা ঋণ দিলে তা ফেরত নাও আসতে পারে। অনেকগুলো প্রকল্পে ঋণ দিলে এতে ঝুঁকি হ্রাস পায়। এছাড়া ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা স্বরূপ প্রদত্ত জামানতও ব্যাংককে অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়।

**প্রশ্ন ▶৪** জনাব সাফি ও তার বন্ধু জনাব রাফি দু'জনই সততা, দক্ষতা ও সুনামের সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করে আসছেন। জনাব সাফি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং সেক্ষেত্রে তার বন্ধু জনাব রাফি ব্যাংকটিকে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। অন্যদিকে, জনাব সাফির ছোট ভাই একজন নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে একই ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে গেলে ব্যাংকটি তার নিকট থেকে তার কারখানার দলিল জামানত হিসেবে গচ্ছিত রাখে। এক্ষেত্রে শর্ত দেয়া হয় যে, ঋণ পরিশোধ করা না পর্যন্ত কারখানার দলিলটি ব্যাংকে সংরক্ষিত থাকবে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী? ১

খ. ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ব্যাংকটি জনাব সাফিকে কোন ধরনের জামানতের বিপরীতে ঋণ দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি কি জনাব সাফির ছোট ভাইয়ের নিকট হতে উপযুক্ত জামানত গ্রহণ করেছে বলে মনে করো? তুলানমূলক বিশে-ষণের মাধ্যমে মতামত দাও।৪

**৪ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বৈদেশিক বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ক্রয় করা সম্ভব হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

**খ** যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সীমা (Currency limit) পর্যন্ত একাধিক লেনদেনের জন্য বারে বারে ব্যবহার করা যায় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলে।

বারবার ব্যাংকে প্রত্যয়পত্র খোলার ঝামেলা থেকে গ্রাহকদের রেহাই দেয়ার জন্য এ ধরনের প্রত্যয়পত্রের উদ্ভব হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে ব্যাংকটি জনাব সাফিকে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ দিয়েছে।

ব্যক্তিগত জামানতের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা সম্পত্তি বন্ধক না দিয়ে নিজস্ব ও ব্যবসায়িক সুনাম, দক্ষতা ও খ্যাতি গ্যারিন্টি বা নিশ্চয়তা হিসেবে প্রদান করে। কখনও কখনও ঋণগ্রহীতা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করে দেন।

উদ্দীপকে জনাব সাফি ও তার বন্ধু জনাব রাফি দু'জনই সততা, দক্ষতা ও সুনামের সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করে আসছেন। জনাব সাফি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তার বন্ধু জনাব রাফি ব্যাংকটিকে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ জনাব সাফি তার ঋণের বিপরীতে কোনো প্রকার সম্পত্তি বন্ধক বা জামানত রাখেননি। উক্ত ঋণের ক্ষেত্রে তার বন্ধুর ব্যক্তিগত সুনাম ও সততাকে জামানত হিসেবে ব্যাংক গ্রহণ করেছে। সুতরাং বলা যায়, তৃতীয় পক্ষের নিশ্চয়তার মাধ্যমে অর্থাৎ ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে জনাব সাফি ঋণ গ্রহণ করেছেন।

**ঘ** উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি জনাব সাফির ছোট ভাইয়ের নিকট থেকে উপযুক্ত জামানতই গ্রহণ করেছে বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক সাধারণত দুই ধরনের জামানতের বিপরীতে গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রথমত, অব্যক্তিগত জামানত এবং দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত জামানত। অব্যক্তিগত জামানতের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকে জামানত রাখতে হয়। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত জামানতের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার নিজস্ব সুনাম, খ্যাতি ও দক্ষতা জামানত হিসেবে গণ্য করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সাফি ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, তার ছোট ভাই একই ব্যাংক হতে কারখানার দলিল ব্যাংকে জামানত রেখে ঋণ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ব্যাংকটি জনাব সাফির ছোট ভাইকে অব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান করেছে।

ব্যাংকের এই দু'ধরনের জামানতের মধ্যে জনাব সাফির জামানতটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা, জনাব সাফির ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়নি। যদি জনাব সাফি ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারেন, তাহলে ব্যাংক চাইলেও জনাব সাফির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। অপরদিকে, জনাব সাফির ছোট ভাই ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে তার কাছ থেকে জামানতকৃত কারখানার দলিল ব্যাংক চাইলেই বাজেয়াপ্ত করে মেয়াদি ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারবে। আবার, জনাব সাফির ছোট ভাই ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ব্যাংক তার জামানতটি নিলামে বিক্রয় করে ঋণের অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। সুতরাং এ সকল বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায়, ব্যাংক জনাব সাফির ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে উপযুক্ত জামানতই গ্রহণ করেছে।

**প্রশ্ন ▶৫** জনাব আবিদ এবং জনাব শাহরিয়ার একই এলাকার দু'জন ব্যবসায়ী। তারা দু'জন ABC ব্যাংকের নিকট ভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য আবেদন করলে ব্যাংক জনাব আবিদকে স্থায়ী সম্পদ জামানতের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করে। অন্যদিকে ব্যাংক জনাব শাহরিয়ারকে অস্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। *[সি. বো. ১৭]*

ক. জমাতিরিক্ত ঋণ কী? ১

খ. ঋণ বিশে-ষণে আবেদনকারীর অবস্থা বিবেচনাই মুখ্য কেন? ২

গ. ABC ব্যাংক জনাব আবিদকে যে ধরনের ঋণ মঞ্জুর করেছে তা প্রকৃতি বিবেচনায় কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ABC ব্যাংক কর্তৃক জনাব শাহরিয়ারকে প্রদত্ত ঋণ জনাব আবিদকে প্রদত্ত ঋণ অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। যুক্তি দেখাও। ৪

**৫ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহককে জমাকৃত আমানতের বাইরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ড় অর্থ চেক কেটে উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করলে ঐ অতিরিক্ত অর্থকে জমাতিরিক্ত ঋণ বলে।

**খ** ঋণদানের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়টি মুখ্য, আর তা নির্ভর করে আবেদনকারীর সার্বিক অবস্থার ওপর।

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক গুর ত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে গ্রাহকের চরিত্র, সচ্ছলতা, সম্পদ, ঋণ ফেরতদানের রেকর্ড, ঋণ ব্যবহার করে মুনাফা অর্জণ করার ক্ষমতা । ঋণের খাত, জামানতের প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচ্য হলেও আবেদনকারীর ব্যক্তিগত অবস্থা বিবেচনাই এক্ষেত্রে মুখ্য।

**গ** উদ্দীপকে জনাব আবিদকে ABC ব্যাংক স্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপরীতে যে ধরনের ঋণ মঞ্জুর করেছে সেটি সাধারণ ঋণ বা ধার।

সাধারণত স্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহকদের দীর্ঘমেয়াদে সাধারণ ঋণ বা ধার প্রদান করে। গ্রাহকের নামে ঋণ হিসাব খুলে ব্যাংক তাতে ঋণের টাকা স্থানান্ড়র করে।

উদ্দীপকে জনাব আবিদ একজন ব্যবসায়ী। ABC ব্যাংকে তিনি প্রয়োজনীয় ঋণের জন্য আবেদন করেন। ঋণ মঞ্জুরে ব্যাংক জনাব আবিদের নিকট হতে স্থায়ী সম্পদ জামানত হিসেবে দাবি করে। অর্থাৎ ABC ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরে স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে নেয়ায় তা সাধারণ ঋণ বা ধারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দীপকে ABC ব্যাংক জনাব শাহরিয়ারকে নগদ ঋণ প্রদান করেছে, যা জনাব আবিদের গৃহীত সাধারণ ঋণ অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক।

সাধারণ ঋণ ইস্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ হিসাবে স্থানান্ড়রিত পুরো টাকার ওপর প্রাথমিকভাবে সুদ ধার্য করে। তবে নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কেবল ঋণ হিসাবের উত্তোলিত অর্থ ও অফেরতকৃত অর্থের ওপর সুদ ধার্য করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব আবিদ ও জনাব শাহরিয়ার একই এলাকার দু'জন ব্যবসায়ী। তারা দু'জনই ABC ব্যাংকের নিকট ভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য আবেদন করেন। ঋণ মঞ্জুরে জনাব আবিদ স্থায়ী সম্পদ জামানত প্রদান করলেও জনাব শাহরিয়ার অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রাখেন। অর্থাৎ জনাব আবিদ ABC ব্যাংক হতে সাধারণ ঋণ ও জনাব শাহরিয়ার নগদ ঋণ গ্রহণ করেন।

উলি-খিত উভয় প্রকার ঋণ প্রদানে ব্যাংক গ্রাহকের নামে একটি ঋণ হিসাব খোলে। মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ নগদে প্রদান না করে উক্ত হিসাবে স্থানান্ড়র করে, যা গ্রাহক পরবর্তীতে চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে। সাধারণ ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ হিসাবে স্থানান্ড়রিত পুরো টাকার ওপর ব্যাংক সুদ ধার্য করে। তবে নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কেবল উত্তোলিত অর্থের ওপর ব্যাংক সুদ ধার্য করে। তাই ABC ব্যাংক কর্তৃক জনাব শাহরিয়ারকে প্রদত্ত ঋণটি নগদ ঋণ হওয়ায় তা অপেক্ষাকৃত লাভজনক।

**প্রশ্ন ▶৬** বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করে। কোনো একটি ব্যাংক বছরে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে, এ থেকে ১০০ কোটি টাকা আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে একটি তহবিলে জমা রাখে। এছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে ব্যাংকটির যে সংগৃহীত অর্থ তা থেকে গ্রাহকদের অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করে। গ্রাহকের কাছে এ ঋণ স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে প্রাপ্ত ঋণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। কারণ এতে সম্পূর্ণ টাকার ওপর প্রাথমিকভাবে কোনো সুদ ধার্য করা হয় না। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. পে-অর্ডার কাকে বলে? ১

খ. অতিরিক্ত জামানত কেন গ্রহণ করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত মুনাফার একটি অংশ ব্যাংকের কোন ধরনের উৎস হিসেবে বিবেচিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ব্যাংক প্রদত্ত কোন ধরনের ঋণকে অধিক পছন্দনীয় বলা হয়েছে? বিশে-ষণ করো। ৪

**৬ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যে দলিল ইস্যুর মাধ্যমে ব্যাংক প্রাপককে চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে পে-অর্ডার বলে।

**খ** ব্যাংক ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকতর নিশ্চয়তা লাভের জন্যই অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করা হয়।

এ ধরনের জামানতকে সহযোগী জামানত হিসেবেই গণ্য করা হয়। মূলত জামানত হতে ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় সম্ভব না হলেই শুধু অতিরিক্ত জামানত থেকেই অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে উলি-খিত মুনাফার একটি অংশ ব্যাংকের তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎস।

ব্যাংক তহবিলের উৎস মূলত দুই ধরনের। যথা: দীর্ঘমেয়াদি উৎস এবং স্বল্পমেয়াদি উৎস। পরিশোধিত মূলধন, সঞ্চিতি তহবিল ইত্যাদি হলো দীর্ঘমেয়াদি উৎসের অন্ড়র্ভুক্ত।

উদ্দীপকে একটি ব্যাংক বছরে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। তাই আইন অনুযায়ী ১০০ কোটি টাকা একটি তহবিলে জমা রাখে। এই জমাকৃত অর্থকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে, যা সঞ্চিতি তহবিলের অন্ড়র্ভুক্ত। সাধারণত প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে এই বিধিবদ্ধ রিজার্ভের সংস্থান করতে হয়। আইনানুযায়ী এই তহবিল ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের সমান না হওয়া পর্যন্ড় প্রতি বছর অর্জিত মুনাফার ২০% এ তহবিলে স্থানান্ড়র করতে হয়। এই সঞ্চিতি তহবিল ব্যাংকের

তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎস। অর্থাৎ, উদ্দীপকে উলি-খিত মুনাফার অংশটি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে বিবেচিত।

**ঘ** উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংক প্রদত্ত নগদ ঋণকে ধার অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় বলা হয়েছে।

পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপক্ষে ব্যাংক গ্রাহককে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে নগদ ঋণ বলে। অপরপক্ষে, স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাংক কর্তৃক যে ঋণ মঞ্জুর করা হয় তাকে ধার বলে।

উদ্দীপকে ব্যাংক সংগৃহীত অর্থ থেকে গ্রাহকদের অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ দেয়। যেহেতু এতে সম্পূর্ণ টাকার ওপর প্রাথমিকভাবে কোনো সুদ ধার্য করা হয় না, তাই গ্রাহকরা ধার অপেক্ষা নগদ ঋণে বেশি উৎসাহী।

নগদ ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদের হার ধার অপেক্ষা বেশি। কিন্তু ধারের ক্ষেত্রে সমস্ড় ধারকৃত অর্থের ওপর সুদ দিতে হয় উত্তোলন যাই হোক না কেন। অথচ নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কেবল উত্তোলনকৃত অর্থের ওপর সুদ প্রদান করতে হয়। এছাড়াও ধারের অর্থ সুদসমেত একত্রে পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু নগদ ঋণ সুদসহ কিস্ড়িতে পরিশোধ করা যায়। তাই সুদের হার বেশি হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের নিকট নগদ ঋণ ধার অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

**প্রশ্ন ▶৭** সফল ব্যবসায়ী হিসেবে মি. সালমান রাজশাহীতে বেশ পরিচিত। তার সততা, ব্যাংকের সাথে লেনদেন, সচ্ছলতা ও সুনামের কারণে একটি ব্যাংক তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বড় অঙ্কের অর্থ নিশ্চিন্ড়ে ঋণ মঞ্জুর করে। অন্যদিকে মি. আরমান আরেকজন ব্যবসায়ী তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংক ঋণ আবেদন করে। এক্ষেত্রে মি. আকিজ নামে আরেকজন ব্যবসায়ী গ্যারান্টার হয়। কিন্তু উক্ত ব্যাংক মি. আরমানের দোকান ঘর জামানত হিসাবে রাখতে চায়। *[রা. বো., সি. বো. ১৬]*

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. ঋণ সুবিধা সম্বলিত ইলেকট্রনিক কার্ড বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মি. সালমানের ব্যাংকটি কোন ধরনের জামানতের বিপক্ষে ঋণ দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. আরমানের ক্ষেত্রে ব্যাংক যে ধরনের জামানত চাচ্ছে তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রত্যয়পত্র একটি নিশ্চয়তাপত্র যেটি আমদানিকারকের পক্ষে ব্যাংক রপ্তানিকারক বরাবর ইস্যু করে।

**খ** ঋণ সুবিধা সম্বলিত ইলেকট্রনিক কার্ড বলতে ক্রেডিট কার্ডকে বোঝায়।

যে কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে ঋণ প্রদান করে, তা-ই ক্রেডিট কার্ড। এই কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক ব্যাংক হতে তার ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত কিন্তু মঞ্জুরকৃত সীমা পর্যন্ড় অর্থ উত্তোলন বা উক্ত কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা করতে পারে। যেকোনো সময় গ্রাহক তার হিসাবে টাকা জমা করলে ব্যাংক তার ঋণকৃত অর্থ সুদসহ কেটে রেখে বাকি অংশ হিসাবে জমা রাখে।

**গ** উদ্দীপকে মি. সালমানের ব্যাংকটি ব্যক্তিক জামানতের বিপক্ষে ঋণ দিয়েছে।

ব্যাংক যখন কোনো প্রকার সম্পত্তি বন্ধক না রেখে ঋণগ্রহীতার সততা, সচ্ছলতা ও সুনামের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে তখন তাকে ব্যক্তিক জামানত বলে।

উদ্দীপকে মি. সালমান রাজশাহীতে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে বেশ পরিচিত। তার সততা, সচ্ছলতা ও সুনামের কারণে ব্যাংক তাকে বড় অঙ্কের অর্থ নিশ্চিন্ড়ে ঋণ মঞ্জুর করেছে। এক্ষেত্রে মি. সালমানের সততা, সচ্ছলতা ও সুনাম জামানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে মি. সালমানকে ব্যাংক ব্যক্তিক জামানতের বিপক্ষে ঋণ প্রদান করেছে।

**ঘ** মি. আরমান এর ক্ষেত্রে ব্যাংক অব্যক্তিক জামানত চাচ্ছে যা উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ড় যৌক্তিক।

ব্যাংক যখন ঋণ প্রদানের সময় ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে জামানত হিসেবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখে তাকে অব্যক্তিক জামানত বলে।

মি. আরমান মি. আকিজকে গ্যারান্টর দেখিয়ে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানে মি. আকিজ ব্যক্তিক জামানত। কিন্তু ব্যাংক মি. আরমানের দোকানকে জামানত হিসেবে রেখে ঋণ দিতে চায়। উদ্দীপকের দোকানটি অব্যক্তিক জামানত।

উদ্দীপকে উলি-খিত মি. আরমানের গ্যারান্টর মি. আকিজের চরিত্র, সততা, সচ্ছলতা বা সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে ব্যাংকটি জ্ঞাত নয়। এক্ষেত্রে মি. আরমান ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে মি. আকিজ ব্যাংককে ঋণ পরিশোধ করবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে, মি. আরমান যদি দোকানঘর জামানত হিসেবে রেখে ঋণ নেয় সেক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা আছে। মি. আরমান ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক দোকানঘর বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারবে। তাই ব্যাংকটি অর্থ প্রাপ্তিজনিত অনিশ্চয়তা এড়ানোর জন্য ব্যক্তিক জামানতের তুলনায় অব্যক্তিক জামানত রেখে ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে, যা যথার্থই যৌক্তিক।

**প্রশ্ন ▶৮** দিনাজপুরের জনাব পাটোয়ারি একজন সৎ ব্যবসায়ী। অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি স্থানীয় ব্যাংক হতে জমি বা দালানকোঠাসহ কোনো সম্পদ জামানত ছাড়াই (২) দুই বছরের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। অথচ জনাব আব্দুল হাই-এর সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের একই পদ্ধতিতে ঋণ চাইলে ব্যাংক তার নিকট ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তাস্বরূপ স্থায়ী সম্পদের দলিল বন্ধক দিতে বলে। *[য. বো. ১৬]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয় কেন? ২

গ. ব্যাংক জনাব পাটোয়ারিকে জামানত ছাড়া ঋণ প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আব্দুল হাই-এর ক্ষেত্রে ব্যাংক যে ধরনের জামানত চাচ্ছে, জনাব পাটোয়ারির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় কেন? যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক জনগণের আমানত সংগ্রহ করে এবং ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

**খ** ঝুঁকিগত তারতম্যের কারণে সব ঋণে জামানতের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি ঋণে খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হওয়ায় এ ঋণের ঝুঁকি ও সুদের হার উভয়ই বেশি। এ ঝুঁকি হ্রাসকরণে তথা ঋণদানকৃত অর্থ ফেরত প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকল্পে ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে। কিন্তু স্বল্পমেয়াদি ঋণের ঝুঁকি ও খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা দীর্ঘ ও মধ্যমমেয়াদি ঋণ অপেক্ষা তুলনামূলক কম হওয়ায় ব্যাংক প্রায়ই জামানত ব্যতীত ঋণ মঞ্জুর করে। ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ স্বল্পমেয়াদি ঋণের উত্তম উদাহরণ, যাতে জামানতের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয়।

**গ** জনাব পাটোয়ারি একজন সৎ ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে তাকে জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করেছে।

ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে হলে ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই সম্পত্তি ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হয়। যদি কখনো ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন তাহলে ব্যাংক উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে অর্থ আদায় করতে পারে। একে জামানত বলে। ঋণগ্রহীতা যখন কোনো সম্পত্তি বন্ধক না দিয়ে তার ব্যক্তিগত সুনাম, সততা কাজে লাগিয়ে ঋণ গ্রহণ করে তখন তা ব্যক্তিক জামানত হিসেবে বিবেচিত হয়।

উদ্দীপকে দিনাজপুরের ব্যবসায়ী পাটোয়ারি সৎ ব্যক্তি। তার ব্যবসায়ের অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হলে কোনো সম্পদ জামানত ছাড়াই

স্থানীয় ব্যাংক থেকে ২ বছরের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এখানে তিনি ব্যক্তিক জামানত ব্যবহার করেছেন। তাই তার কোনো সম্পত্তি ব্যাংকে জমা দিতে হয়নি। ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে মক্কেলের চরিত্র, সততা, আর্থিক সচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়। তাই উদ্দীপকে জনাব পাটোয়ারি একজন সৎ ব্যবসায়ী হওয়ায় ব্যাংক কোনো অব্যক্তিক জামানত ছাড়াই ব্যক্তিক জামানতের বিপরীতে তাকে ঋণ প্রদান করেছে।

**ঘ** জনাব পাটোয়ারি প্রতিষ্ঠিত সৎ ব্যবসায়ী হওয়ায়, জনাব আব্দুল হাই এর ক্ষেত্রে ব্যাংক যে ধরনের জামানত চাচ্ছে, জনাব পাটোয়ারির ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নেই।

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ফেরত প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে ব্যাংক সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি কিংবা ঋণগ্রহীতা বা তৃতীয় পক্ষের নিশ্চয়তা তাকে জামানত হিসেবে গ্রহণ করে। ঋণগ্রহীতা কোনো কারণে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ব্যাংক জামানত বিক্রয় করে বা নিশ্চয়তা প্রদানকারী তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে ঋণের টাকা আদায় করতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব পাটোয়ারি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সততার জন্য তিনি বেশ পরিচিত। অন্যদিকে আব্দুল হাই সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের মালিক। জনাব পাটোয়ারির মূলধনের প্রয়োজন হলে কোনো জামানত ছাড়াই ব্যাংক থেকে ২ বছরের জন্য ঋণ নিতে পেরেছেন। কিন্তু আব্দুল হাইকে স্থায়ী সম্পত্তির দলিল বন্ধক রেখে ঋণ নিতে হয়েছে।

ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাস্বরূপ ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যক্তিক জামানত গ্রহণ করে আবার কিছু ক্ষেত্রে অব্যক্তিক জামানত, প্রতিষ্ঠিত সৎ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত ব্যক্তিক জামানত অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত চরিত্র, সততা, সুনাম ইত্যাদি বিবেচনা করে ঋণ দিয়ে থাকে। আর নতুন কোনো ব্যবসায়ী ঋণ আবেদন করলে অব্যক্তিক জামানতের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই উদ্দীপকে জনাব পাটোয়ারি প্রতিষ্ঠিত একজন সৎ ব্যবসায়ী হওয়ায় জনাব আব্দুল হাই এর ক্ষেত্রে ব্যাংক যে ধরনের জামানত চাচ্ছে, জনাব পাটোয়ারির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়– কথাটি যৌক্তিক।

**প্রশ্ন ▶৯** একটি ব্যাংক তাদের অন্যান্য উৎস হতে সংগ্রহীত অর্থ থেকে গ্রাহকদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করে। এই বছর ব্যাংকটি ২০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। এ থেকে আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে ৪০ কোটি টাকা একটি তহবিলে জমা রাখে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. লিয়েন কী? ১
খ. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কেন জামানত রাখে? ২
গ. উদ্দীপকে ব্যাংকটি কোন ধরনের ঋণ প্রদান করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত মুনাফার একটি অংশ ব্যাংকের কোন ধরনের উৎস হিসেবে বিবেচিত? ব্যাখ্যা করো। ৪

**৯ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লিয়েন হলো এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিপক্ষে গৃহীত জামানতের ওপর ব্যাংকের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খ** প্রদত্ত ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত রাখে।

উপযুক্ত জামানত ছাড়া ব্যাংক সাধারণত ঋণ প্রদান করে না। কোনো কারণে ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ ফেরত দিতে অসমর্থ হলে ব্যাংক এ জামানত বিক্রি করে অর্থ আদায় করতে পারবে। এতে ব্যাংকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আবার জামানত উদ্ধারের জন্যও ঋণগ্রহীতা দ্রুত সময়ে ঋণের অর্থ ফেরতে আগ্রহী হয়। এরূপ নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যেই ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করে।

**গ** উদ্দীপকে ব্যাংকটি সাধারণ ঋণ বা ধার প্রদান করেছে।

সাধারণ ঋণ বা ধার মূলত দীর্ঘমেয়াদি বা মধ্যমেয়াদি হয়ে থাকে। এ ঋণ অধিক মূল্যমানের হওয়ায় ব্যাংক এক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক বা জামানত রাখে।

উদ্দীপকে একটি ব্যাংক তাদের অন্যান্য উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে ব্যাংক তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিল হতে ব্যাংকটি গ্রাহকদেরকে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংক মূলত অধিক মূল্যমানের ঋণ প্রদানে স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রাখে। কারণ দীর্ঘমেয়াদি ঋণে ঝুঁকির পরিমাণও বেশি থাকে। এরূপ অধিক মূল্যমানের ঋণ সাধারণ ঋণ বা ধার হিসেবে পরিচিত। আর স্থায়ী সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ প্রদান করায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্যাংকটি সাধারণ ঋণ বা ধার প্রদান করেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উলি-খিত মুনাফার অংশটি হলো বিধিবদ্ধ রিজার্ভ এবং এটি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

আইন অনুযায়ী, ব্যাংককে মুনাফার কমপক্ষে ২০% একটি আলাদা তহবিলে প্রতি বছর জমা রাখতে হয়। এই আলাদা তহবিলটি বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে একটি ব্যাংক ২০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। ব্যাংকটি আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে ৪০ কোটি টাকা একটি তহবিলে জমা রাখে। অর্থাৎ ব্যাংকটি মুনাফার ২০% একটি তহবিলে স্থানান্তর করেছে।

বাধ্যতামূলকভাবে এ তহবিল রাখতে হয় বিধায় ব্যাংক এ তহবিলের অর্থ কার্ডকে ফেরত দেয় না। ব্যাংক এ অর্থ দীর্ঘমেয়াদের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে। এভাবে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল বিনিয়োগের সুযোগ থাকায় বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বা তহবিল ব্যাংক তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে বিবেচিত।

**প্রশ্ন ▶১০** মারিয়া একটি ফ্যাশন হাউজ দিতে ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন পড়লে নিকটস্থ একটি ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়। ব্যাংকটি তাকে স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ দিতে স্বীকৃতি জানায় এবং আরও জানায় সমস্ত টাকার উপর সুদ দিতে হবে। স্থায়ী সম্পত্তি না থাকার দরুণ মারিয়া তার শিল্পপতি চাচার ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে ঋণ নিতে সমর্থ হয়। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. পূর্বস্বত্ব কী? ১
খ. আমানত ও জামানত কি একই? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ব্যাংক মারিয়াকে কোন ধরনের ঋণ দিতে স্বীকৃতি জানায়? ৩
ঘ. উদ্দীপকে মারিয়া যে জামানত দিতে সমর্থ হয় তা ব্যাংকের গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত কী? মতামত দাও। ৪

**১০ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** পূর্বস্বত্ব হলো এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানতের ওপর ব্যাংকের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খ** আমানত ও জামানত একই বিষয় নয়, তা নিম্নে পার্থক্যের দ্বারা দেখানো হলো :

| KÌwgKbs | আমানত | জামানত |
|---|---|---|
| ১. | আমানত হলো গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত অর্থ। | জামানত হলো ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা। |
| ২. | আমানতের বিপরীতে আমানতকারী সুদ গ্রহণ করে। | জামানতের বিপরীতে কোনো সুদ প্রদান করা হয় না। |
| ৩. | ব্যাংক কখনই আমানত বাজেয়াপ্ত করতে পারে না। | ঋণের অর্থ ফেরত না পেলে ব্যাংক জামানত বাজেয়াপ্ত করার অধিকার রাখে। |

**গ** উদ্দীপকে ব্যাংক মারিয়াকে সাধারণ ঋণ বা ধার দিতে স্বীকৃতি জানায়।

সাধারণ ঋণ বা ধার স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রাহক ঋণের টাকা নগদে তুলতে পারে না। কেননা, ঋণ মঞ্জুরকৃত অর্থ গ্রাহকের ঋণ হিসাবে স্থানান্ড়র করা হয়। এক্ষেত্রে স্থানান্ড়রের দিন হতেই সম্পূর্ণ অর্থের ওপর গ্রাহককে সুদ প্রদান করতে হয়।

উদ্দীপকে ফ্যাশন হাউজ প্রতিষ্ঠার জন্য মারিয়ার ১০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন পড়ে। এজন্য তিনি ব্যাংকের কাছে সহায়তা চান। ব্যাংকটি স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধকের বিপরীতে ঋণ দিতে রাজি হয়। তবে, ব্যাংক জানায় মঞ্জুরকৃত ১০ লক্ষ টাকার ওপরই সুদ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ ঋণ সাধারণ ঋণ বা ধারের অন্ড়র্ভুক্ত। এছাড়া, মারিয়া তার ঋণ হিসাব হতে যত টাকাই উত্তোলন কর্ক না কেন তাকে সমস্ড় টাকার ওপরই সুদ প্রদান করতে হবে। এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, এ ঋণটি ব্যাংকের ধার বা সাধারণ ঋণের অন্ড়র্ভুক্ত।

**ঘ** উদ্দীপকে মারিয়া ব্যক্তিক জামানত দিতে সমর্থ হয় এবং এটি ব্যাংকের গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

ব্যক্তিক জামানত বলতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তাকে বুঝায়। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয় না।

উদ্দীপকে মারিয়া ফ্যাশন হাউজ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাংকের নিকট ১০ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করেন। ব্যাংক এজন্য তাকে স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক দিতে বলে। তার স্থায়ী সম্পত্তি না থাকায় তার শিল্পপতি চাচা ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা দেয়। অর্থাৎ ব্যাংক তাকে ব্যক্তিক জামানতের বিপরীতে ঋণ দিয়েছে।

এরূপ ব্যক্তিক জামানতের বিপরীতে ঋণ দেওয়া ব্যাংকের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা, স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক থাকলে ব্যাংক ঋণ ফেরত না পেলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। কিন্তু মারিয়ার ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ না হলে ব্যাংক এরূপ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। তাই ঋণ মঞ্জুর অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় ব্যাংকের ব্যক্তিক জামানত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হয়নি।

**প্রশ্ন ▶১১** জনাব রঞ্জনের একটি মুরগির খামার আছে। তিনি তার খামারের সকল অর্থ রূপসা ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা রাখেন। মুরগির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তিনি তার হিসাবে রক্ষিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে তার বন্ধু সুমন সদ্য প্রতিষ্ঠিত মৎস্য খামার প্রকল্পের জন্য রূপালি ব্যাংকে ঋণের আবেদন করেন। তিনি মৎস্য খামারটি ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা ছাড়াও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১

খ. ঋণ মঞ্জুরে ব্যাংকের তারল্য বিবেচনা কেন প্রয়োজন? ২

গ. জনাব রঞ্জন রূপাসা ব্যাংক থেকে যে ঋণ গ্রহণ করেছেন তা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন ধরনের জামানতের ভিত্তিতে সুমন রূপালি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন? ঋণ প্রদানে এ ধরনের জামানতের গুর্ত্ব বিশে-ষণ করো। ৪

**১১ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক নিজস্ব ও বাইরের উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংক তহবিল বলে।

**খ** ব্যাংকের তারল্য বলতে চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ ফেরত দানের ক্ষমতাকে বোঝায়।

ব্যাংক অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসা করে। ব্যাংক তহবিলের অন্যতম একটি উৎস হলো গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ। ব্যাংককে চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ করতে হয়। অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের সুনাম নষ্ট হয়। তাই ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংককে এরূপ অর্থ পরিশোধ ক্ষমতা বা তারল্য বিবেচনা করতে হয়।

**গ** উদ্দীপকে জনাব রঞ্জন রূপসা ব্যাংক থেকে জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করেছেন।

ব্যাংক চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাকৃত আমানতের অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এই অতিরিক্ত উত্তোলনই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে জনাব রঞ্জনের একটি মুরগির খামার রয়েছে। তিনি তার খামারের সকল অর্থ রূপসা ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা রাখেন। মুরগির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তিনি তার হিসাবে রক্ষিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ চলতি হিসাব থাকার কারণে তিনি তার জমাকৃত অর্থের বাইরে ৫ লক্ষ টাকা উত্তোলন করতে পেরেছেন। এ বিবেচনায় বলা যায়, তার গৃহীত ঋণটি হলো জমাতিরিক্ত ঋণ।

**ঘ** উদ্দীপকে সুমন রূপালী ব্যাংক থেকে অব্যক্তিক ও ব্যক্তিক উভয় জামানতের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করেন।

অব্যক্তিক জামানত বলতে ঋণগ্রহীতার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ গ্রহণ করাকে বোঝায়। অন্যদিকে ব্যক্তিক জামানত বলতে ব্যক্তির নিজস্ব অথবা অন্য কারো ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা প্রদান করে ঋণ গ্রহণ করাকে বোঝায়।

উদ্দীপকে সুমন তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত মৎস্য খামার প্রকল্পের জন্য রূপালী ব্যাংকে ঋণের আবেদন করেন। তিনি মৎস্য খামারটি ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা ছাড়াও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এখানে সুমন ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক দুই ধরনের জামানতই রেখেছেন।

তিনি ঋণের জন্য তার স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে মৎস্য খামারটি বন্ধক রাখেন, যা অব্যক্তিক জামানত হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে, এ ঋণের জন্য তিনি তৃতীয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুপারিশের ব্যবস্থাও করেন। অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিক জামানতের ব্যবস্থা করেন। তাই সুমন অব্যক্তিক ও ব্যক্তিক উভয় জামানতের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করেন।

**প্রশ্ন ▶১২** মি. মোক্তার হোসেন একজন হিমায়িত-খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী। তিনি প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে থাকেন। সম্প্রতি ব্যবসায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ড়ক্রমে তিনি অতিরিক্ত অর্থসংস্থানের জন্য খুলনা ব্যাংক লি.-এর সাথে যোগযোগ করেন। তিনি ব্যাংক ম্যানেজারকে কেবল উত্তোলিত অর্থের ওপর সুদ ধার্য হয়, মঞ্জুরিকৃত অর্থের ওপর নয়- এমন ধরনের ঋণের ব্যবস্থা করতে বলেন। ব্যাংকের ক্রেডিট ম্যানেজার মি. ওয়াহিদ সার্বিক বিষয় বিবেচনা করেন এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম থাকায় জনাব মোক্তার হোসেনকে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণে কোন সমস্যা হবে না বলে জানায়। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১

খ. জমাতিরিক্ত ঋণ কী? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. মোক্তার সাহেব ব্যাংকে কোন ধরনের ঋণের জন্য আবেদন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক কর্তৃক জনাব মোক্তারকে ঋণ মঞ্জুরের সিদ্ধান্ড়টি কতখানি যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ৪

**১২ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ব্যাংক নিজস্ব উৎস ও বাইরের উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে যে তহবিল সৃষ্টি করে তাকে ব্যাংক তহবিল বলে।

**খ** চলতি হিসাব থেকে জমার অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনকেই জমাতিরিক্ত ঋণ বলে।

চলতি হিসাব মূলত ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক। ব্যবসায়ীদেরকে সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যেই ব্যাংক তাদেরকে তাদের জমাকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এই অতিরিক্ত উত্তোলনকেই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে মোক্তার সাহেব ব্যাংকে নগদ ঋণের জন্য আবেদন করেন।

নগদ ঋণ বলতে পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপক্ষে ব্যাংক গ্রাহককে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে, মঞ্জুরকৃত ঋণের ওপর সুদ ধার্য না করে শুধু উত্তোলিত অর্থের ওপর সুদ ধার্য করা হয়।
উদ্দীপকে মি. মোক্তার হোসেন প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পণ্য বিদেশে রপ্তানি করেন। ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি খুলনা ব্যাংক লি. থেকে ঋণ নিতে আগ্রহী। তিনি ব্যাংক ম্যানেজারকে জানান যে, তিনি এমন ঋণ চান যেখানে শুধু উত্তোলিত অর্থের ওপর সুদ ধার্য হয়, মঞ্জুরিকৃত অর্থের ওপর নয়। অর্থাৎ তিনি ব্যাংকে নগদ ঋণের জন্য আবেদন করেন। কেননা, নগদ ঋণের ক্ষেত্রে তাকে মঞ্জুরিকৃত ঋণের ওপর সুদ দিতে হবে না। বরং ঋণ মঞ্জুর হওয়ার পর তিনি যত টাকা উত্তোলন করবেন, সেই অর্থের ওপর সুদ দিতে হবে।

**ঘ** উদ্দীপকে ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার মাত্রা বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃক জনাব মোক্তারকে ঋণ মঞ্জুরের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক নয়।

ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক জামানত গ্রহণ করে। তবে ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে এই নিশ্চয়তা কম পাওয়া যায়।
উদ্দীপকে মোক্তার হোসেন একজন হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি খুলনা ব্যাংক লি. এর কাছে নগদ ঋণের আবেদন করেন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম থাকায় জনাব মোক্তার হোসেনকে ব্যাংক কোনো সম্পত্তি জামানত না রেখেই ঋণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়।
এখানে জামানত হিসেবে ব্যাংক মোক্তার হোসেনের সুনামকে বিবেচনা করেছে। অর্থাৎ ব্যাংক ব্যক্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর করেছে। এরূপভাবে ঋণ মঞ্জুর করা ব্যাংকের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা, অব্যক্তিক বা সম্পত্তি জামানতের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারবে। কিন্তু এখানে মোক্তার হোসেন ঋণ ফেরত দিতে অসমর্থ হলে ব্যাংক এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারবে না। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, জনাব মোক্তারকে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্তটি ব্যাংকের জন্য যৌক্তিক নয়।

**প্রশ্ন ▶ ১৩** বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করে। কোনো একটি ব্যাংক বছরে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে, এ থেকে ১০০ কোটি টাকা আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে একটি তহবিলে জমা রাখে। এ ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে ব্যাংকটির যে গৃহীত অর্থ তা থেকে গ্রাহকের অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করে। গ্রাহকের কাছে এ ঋণ স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে প্রাপ্ত ঋণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। কারণ এতে সম্পূর্ণ টাকার ওপর প্রাথমিকভাবে কোনো সুদ ধার্য করা হয় না। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

ক. লিয়েন কী? ১
খ. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উলি-খিত মুনাফা একটি ব্যাংকের কোন ধরনের উৎস হিসেবে বিবেচিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ব্যাংক প্রদত্ত কোন ধরনের ঋণকে অধিক পছন্দনীয় বলা হয়েছে? বিশে-ষণ করো। ৪

**১৩ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** লিয়েন বা পূর্বস্বত্ব হলো এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ঋণের জামানতের ওপর ব্যাংকের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়।

*সহায়ক তথ্য*

এ অধিকারের মাধ্যমেই গ্রাহক ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানতকৃত সম্পত্তি ব্যাংক বিক্রয় করতে পারে।

**খ** ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো– তারল্য, নিরাপত্তা, বৈচিত্র্যতা, জামানত, ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ও ঋণ ফেরতের উৎস ইত্যাদি।
ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংককে সর্বপ্রথম তারল্য বিবেচনা করতে হবে। কেননা, ব্যাংক পরের অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে বিধায় গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানে ব্যাংক বাধ্য থাকে। তাই যথেষ্ট তারল্য রেখে ব্যাংককে ঋণ প্রদান করতে হয়। আবার, কয়েকটি খাতে ঋণ না দিয়ে বহুখাতে ঋণ প্রদান করা উচিত। ঋণের বিপরীতে যথেষ্ট জামানত আছে কিনা তাও ব্যাংককে বিবেচনা করতে হয়। এছাড়া, গ্রাহকের ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য, ঋণ ফেরতের উদ্দেশ্য, লাভজনক ইত্যাদি ঋণ মঞ্জুরকালে ব্যাংককে বিবেচনা করতে হয়।

**গ** উদ্দীপকে উলি-খিত মুনাফার অংশটি হলো বিধিবদ্ধ রিজার্ভ, যা ব্যাংক তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে বিবেচিত।
আইন অনুযায়ী, সঞ্চিতি তহবিল ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের সমান না হওয়া পর্যন্ত মুনাফার ২০% বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয়। এরূপ বাধ্যতামূলক জমার অংশই বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে। ব্যাংকটি বছরে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। এ মুনাফা হতে ১০০ কোটি টাকা আইন অনুযায়ী ব্যাংকটি একটি তহবিলে জমা রাখে। অর্থাৎ ব্যাংকটি তার মুনাফার ২০% বাধ্যতামূলকভাবে স্থানান্তর করে বিধায় এটি বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবে বিবেচিত। ব্যাংক এ তহবিল বিজার্ভের অর্থ দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে পারে। তাই এটি ব্যাংক তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে বিবেচিত।

**ঘ** উদ্দীপকে নগদ ঋণকে অধিক পছন্দনীয় বলা হয়েছে।
নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্থায়ী সম্পদ বন্ধক বা জামানত রাখতে হয় না। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের পণ্য বা গ্রাহকের অস্থায়ী সম্পদের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করে।
উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের ঋণের কথা বলা হয়েছে। ব্যাংক এরূপ ঋণ গ্রাহকের অস্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ এখানে নগদ ঋণের কথা বলা হয়েছে। কারণ নগদ ঋণের ক্ষেত্রে অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রাখা করা হয়।
নগদ ঋণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরকৃত সম্পূর্ণ ঋণের ওপর সুদ ধার্য করা হয় না। এক্ষেত্রে গ্রাহক যত টাকা উত্তোলন করে তার ওপর সুদ ধার্য করা হয়। কিন্তু সাধারণ ঋণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থের ওপরই সুদ ধার্য করা হয়। অর্থাৎ সাধারণ ঋণের চেয়ে নগদ ঋণের শর্ত এবং সুদ ধার্যের বিষয়গুলো অধিক নমনীয় এবং সুবিধাজনক। তাই গ্রাহকদের নিকট নগদ ঋণই অধিক পছন্দনীয়।

**প্রশ্ন ▶ ১৪** ব্যাংক তহবিল থেকে জনাব রাইয়ানকে ২০,০০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো। এ টাকা নগদে না দিয়ে আমানত হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। উক্ত হিসাব থেকে ১০,০০,০০০ টাকা উত্তোলন করা সত্ত্বেও স্থানান্তরের তারিখ থেকে সম্পূর্ণ টাকার ওপর সুদ গণনা করা হয়। অন্যদিকে জনাব আরমানকে ব্যাংক ব্যক্তিগত জামানতের বিপক্ষে ঋণ দিয়েছে। নতুন হিসাব খুলতে হয়নি। এক্ষেত্রে উত্তোলিত টাকার ওপর সুদ গণনা করা হয়। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. পূর্বস্বত্ব কী? ১
খ. ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকের তারল্য বিবেচনা কেন প্রয়োজন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংক তহবিল থেকে জনাব রাইয়ানের প্রদত্ত ঋণকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব আরমানকে প্রদত্ত ব্যাংক ঋণ, ঋণগ্রহীতার সাময়িক প্রয়োজন পূরণে খুবই উপযোগী-তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**১৪ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** পূর্বস্বত্ব হলো এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিপরীতে গৃহীত জামানতের ওপর ব্যাংক বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

**খ** চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে বিধায় ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকের তারল্য বিবেচনা করতে হয়।
তারল্য বলতে নগদ অর্থ বা সহজে নগদে রূপান্তরযোগ্য সম্পদের পরিমাণকে বোঝায়। ব্যাংক অন্যের অর্থে ব্যবসায় করে। তাই গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ব্যাংক ফেরত দানে বাধ্য থাকে। আর এজন্য ব্যাংককে আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করে ঋণ মঞ্জুর করতে হয়। কেননা, অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করলে ব্যাংকে নগদ অর্থ বা তারল্য সংকট দেখা দিতে পারে। মূলত আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার জন্যই ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকের তারল্য বিবেচনা করতে হয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংক তহবিল থেকে জনাব রাইয়ানের প্রদত্ত ঋণকে ধার বলে।
ধার বলতে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাংক গ্রাহকদেরকে যে ঋণ প্রদান করে তাকে বোঝায়। বর্তমানে সিকিউরিটিজ, বন্ড, এফডিআর ইত্যাদি জামানত রেখে এরূপ ধার মঞ্জুর করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে ব্যাংক তহবিল থেকে জনাব রাইয়ানকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এ টাকা নগদে না দিয়ে তার আমানত হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। উক্ত হিসাব থেকে জনাব রাইয়ান ১০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক সম্পূর্ণ টাকার ওপরই সুদ ধার্য করছে। সাধারণত ধারের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণের অর্থ মঞ্জুর করা হয়। তবে এ ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ না দিয়ে তা গ্রাহকের আমানত হিসাবে স্থানান্তর করে। এক্ষেত্রে স্থানান্তরের দিন থেকে সম্পূর্ণ টাকার ওপর সুদ ধার্য করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, ব্যাংক রাইয়ানকে সাধারণ ঋণ বা ধার প্রদান করেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে জনাব আরমানকে প্রদত্ত জমাতিরিক্ত ঋণ তার সাময়িক প্রয়োজন পূরণে খুবই উপযোগী— এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।
ব্যাংক সাধারণত তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে গ্রাহক তার হিসাবে জমাকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ পায়। এ অতিরিক্ত উত্তোলনই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে জনাব আরমানকে ব্যাংক ব্যক্তিগত জামানতের বিপক্ষে ঋণ দিয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে নতুন কোনো হিসাব খুলতে হয়নি। ব্যাংক শুধু উত্তোলিত টাকার ওপরই সুদ ধার্য করেছে। অর্থাৎ ব্যাংক আরমানকে জমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান করেছে।
এরূপ ঋণের ফলে জনাব আরমান তার স্বল্পমেয়াদি অর্থের চাহিদা মেটাতে পারবেন। এমনকি তিনি যদি ব্যবসায় করেন তাহলে চলতি মূলধনের চাহিদাও এ ঋণের মাধ্যমে পূরণ করা যাবে। এ ঋণ ব্যক্তিক জামানতের ওপর ভিত্তি করে দেয়া হয় বিধায় কোনো সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয় না। তাই ঋণগ্রহীতা সহজেই এ ঋণের অর্থ গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ এরূপ জমাতিরিক্ত ঋণ ঋণগ্রহীতার সাময়িক প্রয়োজন পূরণে খুবই উপযোগী।

**প্রশ্ন ▶১৫** এনডিবি ব্যাংক লিমিটেড একটি তালিকভুক্ত ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনগত নির্দেশনার কারণে ব্যাংকটিকে প্রতি বছর নিট মুনাফার কমপক্ষে ২০% সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর করতে হয়। অন্যদিকে জনাব মুরাদ একজন শিক্ষিত বেকার। এনডিবি ব্যাংক লিমিটেড তাকে মুরগির খামার করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। আবার মিসেস আদিবা নামে একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবীকে ফ্রিজ কেনার জন্য ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেয়। এরূপ বিভিন্ন খাতে ঋণ দিয়ে ব্যাংকটি ব্যাপক মুনাফা অর্জন করছে।

*[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী; কুমিল-া ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১
খ. "জামানত হলো ঋণের নিশ্চয়তা"-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটির সঞ্চিতির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকটির মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদানের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

**১৫ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নিজস্ব (সঞ্চিতি তহবিল, আমানত) বা বহিস্থ (সাধারণ শেয়ার) উৎস থেকে ব্যাংক যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংক তহবিল বলা হয়।

**খ** গ্রাহকের কাছ থেকে ঋণের অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে জামানত বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণ আদায় করতে পারে বিধায় জামানতকে ঋণের নিশ্চয়তা বলা হয়।
ব্যাংক তার গ্রাহকদের ঋণ প্রদানের সময় এটি ফেরত প্রাপ্তির নিশ্চয়তাস্বরূপ জামানত গ্রহণ করে থাকে। গ্রাহক তার ঋণকৃত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক ঋণের অর্থের জন্য তলব করে। বারবার তলবের পর গ্রাহক যদি এ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে জামানতকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের অর্থ আদায় করে।

**গ** উদ্দীপকের ব্যাংকটি বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি সংরক্ষণ করে।
ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের সমান না হওয়া পর্যন্ত অর্জিত মুনাফা থেকে প্রতি বছর ২০% হারে যে তহবিলে অর্থ স্থানান্তর করতে হয় তাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বা তারল্য সঞ্চিতি বলে। এরূপ তহবিল সংস্থান তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক।
উদ্দীপকের এনডিবি ব্যাংক লিমিটেড একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনগত নির্দেশনার কারণে ব্যাংকটি প্রতি বছর নিট মুনাফার ২০% সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর করে। উক্ত সঞ্চিতি তহবিলটি বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী সকল তালিকাভুক্ত ব্যাংককেই প্রতি বছর তার মুনাফার ২০% বিধিবদ্ধ তহবিলে রাখতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ ধরনের তহবিল দ্বারা প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দিয়ে থাকে। যা ব্যাংকগুলোর জন্য নিজস্ব মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকের এনডিবি ব্যাংকটির মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদানে বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস পাওয়ায় তা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।
ভিন্ন ভিন্ন খাতে ঋণ দানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৈচিত্র্যতা সৃষ্টি হয়। যা মোট বিনিয়োগ ঝুঁকিকে হ্রাস করে। ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরকালে বিনিয়োগের বৈচিত্র্যতার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ রাখে।
উদ্দীপকের এনডিবি ব্যাংক লিমিটেড একটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। শিক্ষিত বেকার যুবক জনাব মুরাদকে ব্যাংকটি পোলট্রি ফার্ম গড়ে তুলতে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। আবার মিসেস আদিবা নামের একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবীকে ফ্রিজ কেনার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ দেয়। অর্থাৎ এনডিবি ব্যাংকটি উৎপাদন খাত, ভোক্তা ঋণসহ ভিন্ন ভিন্ন খাতে ঋণ দানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করছে।
এনডিবি ব্যাংক লিমিটেড ঋণ মঞ্জুরকালে বৈচিত্র্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকটি ঋণ প্রদানে একটি খাতে কেন্দ্রীভূত হয় নি। যার ফলে একটি খাতের লোকসানে এনডিবি ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত মোট মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যা অন্য খাতের মুনাফা দ্বারা মেটানো যাবে। অর্থাৎ ঋণ দানে বৈচিত্র্যতা অনুসরণ করায় ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তাই বলা যায়, মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান এনডিবি ব্যাংকের জন্য যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶১৬** মি. রাহী একজন ব্যবসায়ী। ২ জানুয়ারি ২০১৭ তার ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় ঐ দিন তিনি ৬ লক্ষ টাকার চেক কেটে হিসাব থেকে উত্তোলন করেন। ব্যবসায়টি লাভজনক হওয়ায় তিনি এখন নতুন ইউনিট খোলার জন্য ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। *[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১
খ. ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের মূল্য উৎস কোনটি— ধারণা দাও। ২
গ. মি. রাহী-এর গৃহীত ১ লক্ষ টাকা প্রকৃতি অনুযায়ী কোন ধরণের ঋণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নতুন সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়নের মেয়াদ অনুযায়ী কোন ঋণ গ্রহণ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো। ব্যাখ্যা দাও। ৪

**১৬ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ব্যাংকের নিজস্ব উৎস ও বাইরের উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পূর্ণ অর্থ মিলিয়ে যে তহবিলের সৃষ্টি হয় তাকে ব্যাংক তহবিল বলে।

**খ** ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের মূল উৎস হলো পরিশোধিত মূলধন।
সাধারণভাবে নিজস্ব উৎস বলতে ব্যাংকের শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থকে বোঝায়। প্রাথমিকভাবে শেয়ার বিক্রি করে ব্যাংক তার তহবিল সংগ্রহ করে। কেননা, একটি ব্যবসায়ের শুর"তে শেয়ার বিক্রির অর্থ ছাড়া বড় ধরনের তহবিল গঠন করা সম্ভব নয়। এজন্যই এই শেয়ার বিক্রির অর্থ বা পরিশোধিত মূলধনকে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও বিধিবদ্ধ রিজার্ভ, সাধারণ সঞ্চিতি ইত্যাদিও ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হিসেবে বিবেচিত।

**গ** উদ্দীপকে মি. রাহী-এর গৃহীত ১ লক্ষ টাকা প্রকৃতি অনুযায়ী জমাতিরিক্ত ঋণ।
ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এ অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে মি. রাহী একজন ব্যবসায়ী। তার ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে তিনি ঐ দিনই ৬ লক্ষ টাকা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করেন। অর্থাৎ তার হিসাবে জমাকৃত অর্থের চেয়ে ১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করেন। এ অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন ব্যাংক ঋণ হিসেবে বিবেচনা করে। এভাবে জমাঅতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করায় বলা যায়, তিনি জমাতিরিক্ত ঋণ নিয়েছেন।

**ঘ** উদ্দীপকে নতুন সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বলতে ৫ বছর বা তার অধিক সময়ের জন্য মঞ্জুরকৃত ঋণকে বুঝায়। শিল্প-কারখানা নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ, জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি খাতে এ ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
উদ্দীপকে মি. রাহী একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমেই ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদন করেন। তার ব্যবসায়টি লাভজনক হওয়ায় তিনি নতুন ইউনিট খুলতে চান। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য তিনি ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ড় নেন।
এখানে মি. রাহী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নিতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদের জন্য ঋণ নিবেন। কেননা, নতুন স্থাপিত ইউনিট হতে প্রত্যাশিত মুনাফার মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত আসতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। একইভাবে নতুন ব্যবসায় ইউনিট খোলার জন্য মোটা অঙ্কের তহবিল প্রয়োজন। এ অর্থ স্বল্প মধ্যমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা যায় না। তাই নতুন ব্যবসায় ইউনিটের উদ্দেশ্য, মেয়াদি, বিনিয়োগের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, মি. রাহীর জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণগ্রহণ যুক্তিযুক্ত।

**প্রশ্ন ▶ ১৭** রাজ একজন পোশাক রপ্তানিকারক। তিনি আমেরিকা থেকে একটি বড় আকারের অর্ডার পান। তাই তিনি ব্যাংকে ৫,০০,০০,০০০ টাকা থাকলেও ৭,০০,০০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন।

*[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বাণিজ্যিক ঋণ কি? ১
খ. ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের ৪টি পার্থক্য লিখ? ২
গ. মি. রাজ ব্যাংক থেকে কোন ধরনের ঋণ সংগ্রহ করেছেন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ঋণ গ্রহণে মি. রাজের কোন ধরনের জামানত বিবেচিত হয়েছে? এটি কী ব্যাংকের জন্য নিরাপদ? বিশে-ষণ করো। ৪

**১৭ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ দেশের শিল্প-কারখানা পরিচালনা এবং অভ্যন্ড়রীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহারের জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণই হলো বাণিজ্যিক ঋণ।

**খ** ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের ৪টি পার্থক্য নিম্নরূপ :

| KÌwgK bs | ডেবিট কার্ড | ক্রেডিট কার্ড |
|---|---|---|
| ১. | ডেবিট কার্ড গ্রহণে ব্যাংক হিসাব থাকা আবশ্যক। | ক্রেডিট কার্ড গ্রহণে ব্যাংক হিসাব থাকা আবশ্যক নয়। |
| ২. | ডেবিট কার্ডে ঋণ নেওয়ার সুযোগ থাকে না। | ক্রেডিট কার্ডে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ড় ঋণ নেওয়ার সুযোগ থাকে। |
| ৩. | ব্যাংক হিসাবে টাকা থাকা সাপেক্ষে উত্তোলন করা যায়। | ক্রেডিট কার্ডে অর্থ জমা না থাকলেও উত্তোলন করা যায়। |
| ৪. | ডেবিট কার্ডের সার্ভিস চার্জ বা বাৎসরিক ব্যয় তুলনামূলক কম। | ক্রেডিট কার্ডের সার্ভিস চার্জ বা বাৎসরিক ব্যয় তুলনামূলক বেশি। |

**গ** উদ্দীপকে মি. রাজ ব্যাংক থেকে জমাতিরিক্ত ঋণ সংগ্রহ করেছেন।
ব্যাংক সাধারণত চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান করে থাকে। এ হিসাবের গ্রাহকগণ তাদের হিসাবে জমাকৃত অর্থের অধিক অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পান। এ অধিক পরিমাণ উত্তোলনই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে রাজ একজন পোশাক রপ্তানিকারক। তিনি আমেরিকা থেকে একটি বড় আকারের অর্ডার পান। ব্যবসায়ের প্রয়োজনেই তিনি ব্যাংক হতে তার হিসাবের মাধ্যমে ৭,০০,০০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। কিন্তু তার ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল ৫,০০,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ তিনি তার হিসাবে জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ পেয়েছেন। এ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, তিনি জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করেছেন।

**ঘ** উদ্দীপকে ঋণ গ্রহণে মি. রাজের ব্যক্তিক জামানত বিবেচিত হয়েছে, যা ব্যাংকের জন্য নিরাপদ নয়।
ব্যক্তিক জামানত বলতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পত্তির পরিবর্তে ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুনাম, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি জামানত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
উদ্দীপকে জনাব রাজ পোশাক রপ্তানি করেন। সম্প্রতি তিনি বড় আকারের একটি রপ্তানি অর্ডার পান। তাই তিনি তার ব্যাংক হিসাব হতে ৭ কোটি টাকা উত্তোলন করেন। তবে এ ৭ কোটির মধ্যে ৫ কোটি টাকা তার ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল। অর্থাৎ তিনি ২ কোটি টাকা জমাতিরিক্ত ঋণ নিয়েছেন।
এরূপ ঋণের ক্ষেত্রে, মি. রাজ কোনো ধরনের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি জমা রাখেননি। অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত সুনামই ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কোনো ধরনের সম্পত্তি জামানত না থাকায় ব্যাংক ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। তাই বলা যায়, এরূপ ঋণ ব্যাংকের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▶ ১৮** জনাব হানিফ একজন নবীন শিল্পোদ্যোক্তা। তিনি তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়েন। ব্যবসায় শুর"র এক বছর পর কারখানার জন্য নতুন বিল্ডিং নির্মাণ করতে তিনি অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন।

*[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্ড়কলেজ]*

ক. ভোক্তা ঋণ কী? ১
খ. 'সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয়' কেন? ২
গ. জনাব হানিফ শেয়ার ছেড়ে কোন ধরনের তহবিলের সংস্থান করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব হানিফ যে ধরনের ঋণ নিয়েছেন তুমি কি তা সমর্থন করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**১৮ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহককে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে ভোক্তা ঋণ বলে।

*সহায়ক তথ্য*

ফ্রিজ, গৃহস্থালী জিনিসপত্র ক্রয়ে প্রদত্ত ঋণ হলো ভোক্তা ঋণ।

**খ** সুনামধারী ব্যক্তিদেরকে ব্যাংক জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করে থাকে।

জামানত হলো ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা। ব্যাংক সাধারণত জামানত ছাড়া কোনো ঋণ মঞ্জুর করে না। তবে ঋণের পরিমাণ ও গ্রাহকের ভিন্নতার বিচারে জামানতেরও তারতম্য ঘটে। কখনো কখনো জামানত ছাড়া শুধু সুনামের ওপর ভিত্তি করেও ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। এছাড়া চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকেও ব্যাংক জামানত ছাড়াই জমাতিরিক্ত ঋণ দেয়। তাই বলা যায়, সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয়।

**গ** উদ্দীপকে জনাব হানিফ শেয়ার ছেড়ে দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের সংস্থান করেছেন।

দীর্ঘমেয়াদি তহবিলে সাধারণত ৫ বছর বা তার অধিক সময়ের জন্য অর্থ সংস্থান করা হয়। মূলত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বা স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ তহবিল ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকে জনাব হানিফ একজন নবীন শিল্পোদ্যোক্তা। তিনি তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়েন। অর্থাৎ তিনি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ব্যবসায়ের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেন। সাধারণ শেয়ারের অর্থ কোম্পানির বিলোপসাধনের পূর্বে ফেরত দেয়া হয় না। অর্থাৎ এখানে শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব হানিফ শেয়ারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের সংস্থান করেছেন।

**ঘ** উদ্দীপকে জনাব হানিফ স্বল্পমেয়াদি ঋণ বা নগদ ঋণ নিয়েছেন, যা সমর্থনযোগ্য নয়।

ব্যাংক গ্রাহকের অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে যে ঋণ প্রদান করে তা নগদ ঋণ হিসেবে বিবেচিত। এ ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর হয় বিধায় একে স্বল্পমেয়াদি ঋণও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব হানিফ একজন নবীন শিল্পোদ্যোক্তা। তিনি কারখানার জন্য নতুন বিল্ডিং করতে চান। তাই তিনি অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেন।

অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ নেয়ায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় তিনি নগদ ঋণ বা স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিয়েছেন। এ ঋণের মেয়াদ অল্প হওয়ায় তিনি এ ঋণের অর্থ দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করে সুবিধা পাবেন না। কেননা, স্বল্প সময়ে এ ঋণের অর্থ ফেরত দিতে হবে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, জনাব হানিফের গৃহীত ঋণটি সমর্থনযোগ্য নয়।

**প্রশ্ন ▶১৯** জনাব সুমন একজন গাড়ি ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশ থেকে ১০টি গাড়ি আমদানির সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন। এজন্য তিনি তাঁর বর্তমান এবিসি ব্যাংকের কাছে বন্ধক রেখে ২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। এছাড়া স্বনামধন্য ব্যবসায়ী আজিমও ব্যাংককে জনাব সুমনের পরিশোদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

*[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. ব্যাংক কখন অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব সুমন গাড়ি বন্ধক রেখে কোন ধরনের ব্যাংক ঋণ নিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব আজিম কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা ঋণ প্রদানে ব্যাংককে কতটুকু প্রভাবিত করবে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**১৯ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যে প্রত্যয়পত্রের গ্রহীতা ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা বা প্রতিনিধির নিকট হতে একবারেই প্রত্যয়পত্রের সম্পূর্ণ অর্থ উঠিয়ে নেয় তাকে নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র বলে।

**খ** বড় ধরনের ঋণ বা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ খাতে প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে।

মূলত ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকতর নিশ্চয়তা লাভের জন্যই ব্যাংক অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে। অতিরিক্ত জামানত বলতে স্বাভাবিক জামানতের বাইরে অতিরিক্ত জামানত রাখাকে বোঝায়। সাধারণত শেয়ার, সিকিউরিটিজ, সেভিংস সার্টিফিকেট ইত্যাদি অতিরিক্ত জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বড় কোনো ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। তাই ব্যাংক এরূপ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক জামানতের বাইরে অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে।

**গ** উদ্দীপকে জনাব সুমন গাড়ি বন্ধক রেখে নগদ ঋণ নিয়েছেন।

নগদ ঋণ মূলত ব্যবসায়ের পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপক্ষে দেয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রাহককে উত্তোলিত টাকার ওপরেই সুদ প্রদান করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব সুমন একজন গাড়ি ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশ থেকে ১০টি গাড়ি আমদানির সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন। এজন্য তিনি গাড়িগুলো এবিসি ব্যাংকের কাছে বন্ধক রেখে ২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। এখানে, জনাব সুমন গাড়ি ব্যবসায়ী বিধায় আমদানিকৃত গাড়িগুলো হলো তার ব্যবসায়ের পণ্য। অর্থাৎ তিনি তার ব্যবসায়ের পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ নিয়েছেন, যা নগদ ঋণ হিসেবে বিবেচিত। কেননা, নগদ ঋণের ক্ষেত্রেই এরূপ অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে জনাব আজিম কর্তৃক প্রদত্ত ব্যক্তিক নিশ্চয়তা ঋণ প্রদানে ব্যাংককে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।

ব্যক্তিক নিশ্চয়তা হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা। এক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিবর্তে ঐ ব্যক্তির সুনাম, সামাজিক মর্যাদা ও তার আর্থিক সচ্ছলতাকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উদ্দীপকে গাড়ি ব্যবসায়ী সুমন এবিসি ব্যাংকের নিকট ঋণের আবেদন করেন। তিনি আমদানিকৃত গাড়ি ব্যাংকের নিকট জামানত রাখেন। এছাড়া স্বনামধন্য ব্যবসায়ী আজিমও ব্যাংককে জনাব সুমনের ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছে।

এখানে, জনাব আজিম ব্যাংককে ব্যক্তিক জামানত প্রদান করেছে। তিনি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী হওয়ায় ব্যাংক জনাব আজিমের সুনাম ও আর্থিক সচ্ছলতাকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করেছে। এখানে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গাড়ি জামানতের পাশাপাশি ব্যাংক ব্যক্তিক জামানতও পেয়েছে। এক্ষেত্রে ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যাংকের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। তাই এরূপ জামানত ঋণ প্রদানে এবিসি ব্যাংককে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।

**প্রশ্ন ▶২০** জনাব আরিফ একজন চাল ব্যবসায়ী। ধানের মৌসুমে অধিক পরিমাণ ধান সংগ্রহের জন্য তার ৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছিল। তিনি ভোলা সদর শাখার সোনালী ব্যাংক থেকে ২ মাসের জন্য ৫ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করেন। ধান থেকে চাল তৈরি এবং সেই চাল দেশের বড় বড় শহরে সরবরাহ করে তিনি ঋণটি পরিশোধ করতে সমর্থ হন।

*[ভোলা সরকারি কলেজ]*

ক. নগদ ঋণ কী? ১

খ. 'আমানতই ব্যাংকের জীবনীশক্তি' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আরিফ মেয়াদের ভিত্তিতে কোন মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করেছেন– ঋণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত সোনালী ব্যাংকের ঋণ জনাব আরিফের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিশে-ষণ করো। ৪

**২০ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষত পণ্য বন্ধকের বিনিময়ে ব্যাংক তার গ্রাহকদের যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে নগদ ঋণ বলে।

**খ** ব্যাংক জনগণের আমানতকৃত অর্থ ঋণ অথবা বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবসায়ে খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করে বিধায় একে ব্যাংকের জীবনীশক্তি বলা হয়।

ব্যাংক অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করে। চলতি, স্থায়ী ও সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। এ আমানতকৃত অর্থ দ্বারা ব্যাংক তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিল থেকেই ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করে। এছাড়া বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগও করে। এভাবে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। আমানত সংগ্রহের পরিমাণ কম হলে ব্যাংকের মুনাফা অর্জন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই একে ব্যাংকের জীবনীশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে জনাব আরিফ মেয়াদের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করেছেন।

স্বল্পমেয়াদি ঋণ বলতে অত্যন্ড় কম সময়ের জন্য ব্যাংক গ্রাহকদেরকে যে ঋণ দেয় তাকে বোঝায়। এ ঋণ সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদের জন্য হতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব আরিফ একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি ভোলা সদর শাখার সোনালী ব্যাংক থেকে দুই মাসের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সাধারণত, স্বল্পমেয়াদি ঋণের মেয়াদ ১ বছরের কম হয়ে থাকে। এখানে আরিফ ২ মাসের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন, যা ১ বছরের চেয়ে কম। তাই বলা যায়, এটি স্বল্পমেয়াদি ঋণের অন্ডর্ভুক্ত।

**ঘ** উদ্দীপকে উলি-খিত সোনালী ব্যাংকের ঋণ আরিফের জন্য চলতি মূলধনের সংস্থান ও ব্যবসায়ের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

ব্যাংক ঋণ বলতে নির্ধারিত সুদের বিনিময়ে ব্যাংক তার গ্রাহকদেরকে যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে বোঝায়। এটি যেকোনো ব্যবসায়েই চলতি মূলধনের বা স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে জনাব আরিফ একজন চাল ব্যবসায়ী। ধানের মৌসুমে অধিক পরিমাণ ধান সংগ্রহের জন্য তার ৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছিল। তিনি সোনালী ব্যাংক থেকে ২ মাসের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ধান থেকে তৈরিকৃত চাল বিক্রির অর্থ দিয়ে তিনি এ ঋণ পরিশোধ করেন।

এখানে, চাল ব্যবসায়ী জনাব আরিফের স্বল্পমেয়াদের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। মূলত তার ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজন ছিল। এ ঋণের মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায়ে চলতি মূলধন সংস্থান করতে পেরেছেন। এ ঋণ না পেলে তার ব্যবসায়ের কার্যক্রম ব্যহত হতো। এ ঋণের অর্থ বিনিয়োগ করে জনাব আরিফ মুনাফা অর্জনের সক্ষম হয়েছেন। এভাবে অর্জিত মুনাফা দ্বারাই পরবর্তীতে তিনি ঋণের অর্থ পরিশোধ করেন।

**প্রশ্ন ▶ ২১** জনাব নাফিস একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ের চলতি মূলধনজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য তার অস্থাবর সম্পত্তি (কাঁচামাল ও পণ্য) বন্ধক রেখে সোনালী ব্যাংক লি.-এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের শর্ত অনুযায়ী তিনি শুধুমাত্র উত্তোলিত অর্থের উপর সুদ প্রদান করবেন। অন্যদিকে সোনালী ব্যাংক লি. স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে যেয়ে দেখতে পেল বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের সুদের হার ২% বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে ঋণ খাতে বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে ব্যাংকটির ধারণা।

*[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কী? ১

খ. 'ই'-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের বিবিধ আয় বৃদ্ধি পায়– আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব নাফিস কোন ধরনের ঋণ বা আগাম গ্রহণ করেছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির কথা বলা হয়েছে। অর্থনীতিতে তার প্রভাব আলোচনা করো। ৪

**২১ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যে সকল ব্যাংক গ্রাহকদের প্রয়োজন ও অর্থনীতির বিশেষ কোনো দিক নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলে।

*সহায়ক তথ্য*

যেমন- কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, আমদানি-রপ্তানি ব্যাংক ইত্যাদি বিশেষায়িত ব্যাংক।

**খ** "ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিবিধ আয় বৃদ্ধি পায়" –উক্তিটি যথার্থ।

ই-ব্যাংকিং বলতে ইলেকট্রনিক বা আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বোঝায়। এ ব্যবস্থায় সহজে ও কম সময়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করা যায়। যে সকল ব্যাংকে এরূপ ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে সেসকল ব্যাংকে আধুনিক সেবা গ্রহণের জন্য নতুন নতুন গ্রাহক সমাগম ঘটে। ফলে ব্যাংকের আমানত, বিনিয়োগ ও ঋণ বৃদ্ধি পায়। এতে ব্যাংকের আয়ও বৃদ্ধি পায়।

**গ** উদ্দীপকে জনাব নাফিস 'নগদ ঋণ' গ্রহণ করেছেন।

নগদ ঋণ বলতে গ্রাহকদের অস্থাবর সম্পত্তি (বিশেষত পণ্য) বন্ধকের বিনিময়ে মঞ্জুরকৃত ঋণকে বুঝায়। এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের টাকা গ্রাহককে নগদে না দিয়ে নগদ ঋণ হিসাবে স্থানান্ড়র করে দেয়। এ ঋণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে স্থানান্ড়রিত সম্পূর্ণ টাকার পরিবর্তে শুধু উত্তোলিত টাকার ওপর সুদ ধার্য করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব নাফিস একজন ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়ে হঠাৎ চলতি মূলধনের সংকট দেখা দেয়। তাই তিনি তার অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে সোনালী ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের শর্ত অনুযায়ী তিনি শুধু উত্তোলিত অর্থের ওপরই সুদ প্রদান করবেন। এখানে তার জামানতকৃত কাঁচামাল ও পণ্য এবং ঋণের শর্ত বিবেচনায় বলা যায়, তিনি নগদ ঋণ গ্রহণ করেছেন।

**ঘ** উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার নীতির কথা বলা হয়েছে।

ব্যাংক হার বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে সে হারকে বোঝায়। এ হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদ্দীপকে সোনালী ব্যাংক লি. স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের সুদের হার ২% বৃদ্ধি করেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যে ঋণ দেয়, সে ঋণের সুদের হার বা ব্যাংক হার ২% বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক হার বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও তাদের ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি করবে। এতে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহ সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাবে। অর্থাৎ বাজারে ঋণের পরিমাণ আধিক্য বা অত্যধিক হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নীতি অনুসরণ করে কাম্য ঋণস্ড়র বজায় রাখে। এতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

**প্রশ্ন ▶ ২২** মি. রফিক বড় শিল্পপতি। সান ব্যাংকে তার লেনদেন। উক্ত ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে কোনো বস্তুগত জামানত ছাড়াই ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ড় অধিক অর্থ চেকে উত্তোলনের সুযোগ দিয়েছে। মি. রফিকের ব্যবসায় বেড়ে যাওয়ায় তাকে এখন অনেক বেশি পরিমাণে কাঁচামাল আমদানি ও প্রস্তুত পণ্য মজুদ রাখতে হচ্ছে। তাই তিনি চলতি মূলধনের সংকটে রয়েছেন। পূর্বের মঞ্জুরকৃত ঋণের পরিমাণ ১০ কোটি টাকায় বৃদ্ধির কথা বললে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে ভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন।

*[গুলশান কমার্স কলেজ, ঢাকা]*

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
খ. ঋণ বিশে-ষণে আবেদনকারীর অবস্থা বিবেচনা মুখ্য কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সান ব্যাংক মি. রফিককে তার তহবিল থেকে কোন ধরনের ঋণ মঞ্জুর করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার মি. রফিককে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে মুল্যায়ন করো। ৪

**২২ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** কোনো দেশের মুদ্রার মান মুদ্রাবাজারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দ্বারা নির্ধারিত হলে তাকে ভাসমান মুদ্রা বলা হয়।

**খ** প্রদত্ত ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়া নির্ভর করে আবেদনকারীর অবস্থার ওপর এবং তাই ঋণ বিশে-ষণে এটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
ঋণ বিশে-ষণ বলতে ঋণগ্রহীতা, ঋণ প্রকল্প ও জামানত সংক্রান্ত বিচার-বিশে-ষণের কাজকে বুঝায়। এরূপ বিচার-বিশে-ষণ দ্বারা মূলত ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা যাচাই-বাছাই করা হয়। আর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নির্ভর করে ঋণ আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থার ওপর। এজন্যই ঋণ বিশে-ষণে আবেদনকারীর অবস্থা বা তার আর্থিক অবস্থা মুখ্যভাবে বিবেচনা করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে সান ব্যাংক মি. রফিককে জমাতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করেছে।

ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এ অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনই হলো জমাতিরিক্ত ঋণ।
উদ্দীপকে মি. রফিক একজন বড় শিল্পপতি। তিনি সান ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন করে থাকেন। উক্ত ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে জামানত ছাড়াই অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা উত্তোলনের সুযোগ দিয়েছে। অর্থাৎ তিনি তার চলতি হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের পর আরো ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারবেন। এ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, সান ব্যাংক কর্তৃক মি. রফিককে প্রদত্ত ঋণটি হলো জমাতিরিক্ত ঋণ।

**ঘ** উদ্দীপকে ব্যাংক ম্যানেজার মি. রফিককে নগদ ঋণ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।
নগদ ঋণ বলতে ব্যাংক তার গ্রাহকদের অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকের বিনিময়ে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে বোঝায়। মূলত ব্যবসায়ের চলতি মূলধনজনিত অসুবিধা দূর করার জন্য এ ঋণ নেওয়া হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে মি. রফিক সান ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়ের লেনদেন সম্পাদন করেন। সান ব্যাংকে তার চলতি হিসাব থাকায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমাতিরিক্ত ঋণের সুবিধা তিনি পাচ্ছেন। বর্তমানে তার ব্যবসায়ের পরিধি বড় হওয়ায় তিনি এ ঋণ সীমা ১০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকায় বৃদ্ধির কথা বলেন। তখন ব্যাংক ম্যানেজার তাকে ভিন্ন পরামর্শ দেন।
এখানে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে নগদ ঋণ গ্রহণের পরামর্শ দেয়। তার ব্যবসায়ের মজুদকৃত পণ্য বন্ধক রেখে তিনি এ ঋণ পেতে পারেন। আবার, চলতি মূলধনের সংকট নিরসনে অন্যান্য ঋণের তুলনায় নগদ ঋণ বেশি সুবিধাজনক। এতে মূলধন ব্যয় কম হয় এবং নামমাত্র জামানত দিতে হয়। তাই বলা যায়, ব্যাংক ম্যানেজার যে পরামর্শ দিয়েছেন তা যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ২৩** আকাশ তার পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ চায়। তার বাবা গ্রাম্য মহাজন থেকে উচ্চ হার সুদ ঋণ নিতে বলে। কিন্তু তার শ্রেণি শিক্ষক তাকে তার গ্রামের ব্যাংক থেকে টাকা সংগ্রহের পরামর্শ দেন। *[নোয়াখালী সরকারি কলেজ]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাসেল-২ বলতে কী বোঝ? ২
গ. আকাশ ব্যাংক থেকে কোন ধরনের ঋণ পাবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মহাজনের পরিবর্তে আকাশের ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ত কী সঠিক ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৪

**২৩ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যাংক আমানত গ্রহণ, ঋণদান ও অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

**খ** তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত বিধি-বিধান হলো ব্যাসেল-২।
ব্যাসেল-২ মূলত ব্যাসেল-১ এর পরিমার্জিত রূপ। বাণিজিক ব্যাংকের ঝুঁকি অনুপাতে মূলধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে আন্তর্জাতিকভাবে একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়। সেই ফ্রেমওয়ার্কই ব্যাসেল-১ ও ব্যাসেল-২ নামে পরিচিত। এই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল রাখার জন্য বাধ্য করে। ফলশ্রুতিতে ব্যাংকের বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে ব্যাংক থেকে আকাশ অবাণিজ্যিক ঋণ পাবে।
বাণিজ্যক উদ্দেশ্যের বাইরে যে ঋণ প্রদত্ত হয় তাকে অবাণিজ্যিক ঋণ বলে। ঘর-বাড়ি নির্মাণ, গৃহস্থালী দ্রব্যাদি ক্রয়, শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মঞ্জুরকৃত ঋণ অবাণিজ্যিক ঋণ হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহের জন্য আকাশের অর্থের প্রয়োজন। তার বাবা তাকে গ্রাম্য মহাজন থেকে উচ্চ হার সুদ ঋণ নিতে বলে। কিন্তু, তার শিক্ষক তাকে গ্রামের একটি ব্যাংক থেকে টাকা সংগ্রহের পরামর্শ দেন। ব্যাংক মূলত অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রাহককে ঋণ দিয়ে থাকে। এখানে, আকাশ তার শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ নিবেন বিধায় বলা যায় ব্যাংক তাকে অবাণিজ্যিক ঋণ প্রদান করবে।

**ঘ** উদ্দীপকে মহাজনের পরিবর্তে আকাশের ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।
ঋণ বলতে অন্যের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করাকে বোঝায়, যা নির্দিষ্ট সময়ের পর ফেরত দেয়া হবে। এ ঋণ গ্রাম্য মহাজন কিংবা ব্যাংক যেকোনো উৎস থেকেই সংগ্রহ করা যায়।
উদ্দীপকে আকাশ তার পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার বাবা তাকে গ্রাম্য মহাজন থেকে ঋণ নেয়ার পরামর্শ দেয়। অপরদিকে, তার শ্রেণী শিক্ষক তাকে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার পরামর্শ দেন।
এখানে, মহাজন থেকে ঋণ নিলে আকাশকে উচ্চ হারে সুদ দিতে হতো। অপরদিকে, ব্যাংকের সুদের হার তুলনামূলক অনেক কম। এছাড়া, গ্রাম্য মহাজনগণ যেকোনো সময় ঋণের অর্থ ফেরত চাইতে পারে। কিন্তু, ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হয় বিধায় এটি বেশি সুবিধাজনক। তাই বলা যায়, গ্রাম্য মহাজনের পরিবর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল।

**প্রশ্ন ▶ ২৪** পদ্মা ব্যাংক পূর্বস্বত্ব বন্ধকের আওতায় জনাব সজলকে ১৫ বছরের জন্য ঋণ মঞ্জুর করে। শর্ত অনুযায়ী জনাব সজলের সেভিং সার্টিফিকেট বন্ধক হিসেবে ব্যাংকের দখলে আছে। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে জনাব সজল অপারগ হন। ব্যাংক সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রয়ের জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করে। আদালত সজলের পূর্বস্বত্ব বন্ধকটির ধরন বিবেচনা করে ব্যাংকের আবেদন বাতিল করে। *[সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক ড্রাফট কী? ১
খ. ঋণের বিপরীতে ব্যাংক কেন জামানত গ্রহণ করে? ২
গ. মেয়াদের ভিত্তিতে জনাব সজলের ঋণটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বন্ধকটি কোন ধরনের পূর্বস্বত্ব বিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাংক সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রি করতে পারেনি? যুক্তি দাও। ৪

## ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** চাহিবামাত্র প্রাপকের অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের এক শাখা অন্য শাখাকে যে লিখিত নির্দেশ দেয় তাকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।

**খ** ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণের বিপরীতে জামানত গ্রহণ করে।

ব্যাংক সাধারণত অব্যক্তিক ও ব্যক্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। ঋণগ্রহীতার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাংক অব্যক্তিক জামানত হিসেবে বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতার বা তার পক্ষে নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যক্তির সুনাম, চরিত্র, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি ব্যাংক ব্যক্তিক জামানত হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। গ্রাহক গৃহীত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক জামানত বিক্রয় করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারে।

**গ** উদ্দীপকে জনাব সজলের ঋণটি মেয়াদের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হিসেবে বিবেচিত।

দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বলতে পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য মঞ্জুরকৃত ঋণকে বোঝায়। এ ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত ঋণগ্রহীতার স্থায়ী সম্পদ জামানত রাখে।

উদ্দীপকে জনাব সজল পূর্বস্বত্ব বন্ধকের আওতায় পদ্মা ব্যাংক থেকে ১৫ বছরের জন্য ঋণ নেন। ঋণের শর্ত অনুযায়ী, জনাব সজল তার সেভিংস সার্টিফিকেট জামানত হিসেবে ব্যাংকের কাছে জমা রাখেন। অর্থাৎ এখানে তিনি একদিকে স্থায়ী সম্পদ জামানত রেখেছেন এবং অন্যদিকে ৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য ঋণ নিয়েছেন। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, জনাব সজলের গৃহীত ঋণটি হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণ।

**ঘ** উদ্দীপকের বন্ধকটি সাধারণ পূর্বস্বত্ব হওয়ায় ব্যাংক সেভিংস সার্টিফিকেটটি বিক্রি করতে পারেনি।

পূর্বস্বত্ব গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিপক্ষে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির ওপর ব্যাংকের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অধিকার বলে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণ গ্রাহকের সম্পত্তি ব্যাংক নিজের দখলে রাখবে। কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে বিপরীত কোনো চুক্তি না থাকলে ব্যাংক ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করার কোনো অধিকার পায় না।

উদ্দীপকে জনাব সজল পদ্মা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। পূর্বস্বত্ব গ্রহণের আওতায় জনাব সজল তার সেভিংস সার্টিফিকেট ব্যাংকের নিকট জমা রেখেছে। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংক তার সেভিংস সার্টিফিকেটটি বিক্রয় করতে চায়। এ জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা হলে আদালত ব্যাংকের আবেদন বাতিল করে দেয়।

এখানে, জনাব সজল সেভিংস সার্টিফিকেট বন্ধক রাখায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এটি সাধারণ পূর্বস্বত্বের আওতাভুক্ত। আর সাধারণ পূর্বস্বত্বের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি আটকে রাখতে পারে, কিন্তু বিক্রি করার অধিকার পায় না। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, সজলের বন্ধকটি সাধারণ পূর্বস্বত্ব হওয়ায় ব্যাংক তা বিক্রি করতে পারেনি।

**প্রশ্ন ▶ ২৫** সিরাজগঞ্জে শাহিন মিয়া একজন সুনামধারী মৎস্য খামার ব্যবসায়ী। তিনি সব সময় চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। গত তিন বছর তিনি ৩ কোটি টাকা আয় করেছেন। এ বছর তিনি সুইডেনে মাছ রপ্তানির জন্য যোগাযোগ করেছেন এবং একটি অর্ডারও পেয়েছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে তিনি একটি ব্যাংকের সাথে কথা বলেছেন। *[মেহেরপুর সরকারি কলেজ]*

ক. বিদেশে অর্থ প্রেরণ কাকে বলে? ১

খ. ই-মেইল ট্রান্সফার কি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. শাহিন মিয়া ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক সমস্যা মি. শাহিন মিয়া কিভাবে সমাধান করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

## ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আন্তর্জাতিক স্বীকৃত কোনো উপায়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণ করার কাজকে বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলে।

**খ** ই-মেইল ট্রান্সফার হলো বিদেশে অর্থ প্রেরণের একটি উপায় বা পদ্ধতি।

এক্ষেত্রে প্রেরক ফিসহ অর্থ ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক প্রেরককে একটা গোপন কোড প্রদান করে। অতঃপর ব্যাংক ই-মেইলের মাধ্যমে বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধিকে তথ্য ও অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়। প্রাপক ব্যাংকের শাখায় উক্ত কোড জানানোর মাধ্যমে সরাসরি অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এ প্রক্রিয়াটিই হলো ই-মেইল ট্রান্সফার।

**গ** উদ্দীপকে মি. শাহন মিয়া ব্যাংকে চলতি হিসাব খুলেছেন।

চলতি হিসাব হলো এমন হিসাব যেখানে গ্রাহক যতবার খুশি অর্থ জমাদান ও উত্তোলন করতে পারে। এ হিসাবের গ্রাহকগণ প্রয়োজনে অতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগও পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকে শাহিন মিয়া একজন স্বনামধন্য মৎস্য খামার ব্যবসায়ী। তিনি সবসময় চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে শাহিন মিয়ার যেকোনো সময় লেনদেন করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ তিনি এমন ব্যাংক হিসাব খুলেছেন যেখানে অর্থ জমাদান বা উত্তোলনে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। এসকল বিষয় পর্যালোচনা করে বলে যায়, তিনি চলতি হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন করেন। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যবসায়ীদের জন্য চলতি হিসাব অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে বিধায় তিনি চলতি হিসাবই খুলেছেন।

**ঘ** উদ্দীপকে মি. শাহিন মিয়া জমাতিরিক্ত ঋণের মাধ্যমে রপ্তানির ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাকৃত আমানতের অতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এ অতিরিক্ত উত্তোলনই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে শাহিন মিয়া একজন মৎস্য খামার ব্যবসায়ী। এ বছর তিনি সুইডেনে মাছ রপ্তানির জন্য একটি অর্ডার পেয়েছেন। কিন্তু পর্যাপড় মূলধনের সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাংকের সাথে কথা বলেছেন। এখানে তিনি ব্যাংকের চলতি হিসাবের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদন করেন। চলতি হিসাবের গ্রাহক বিধায় তিনি জমাতিরিক্ত ঋণ পাবেন। কেননা, চলতি হিসাবের গ্রাহকরা এ সুবিধা পেয়ে থাকে। একইভাবে শাহিন মিয়া এ জমাতিরিক্ত ঋণ দিয়ে তার ব্যবসায়ের পর্যাপ্ত মূলধনের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

**প্রশ্ন ▶ ২৬** মি. রহমানকে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক ১০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। শর্ত অনুযায়ী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব জামাল ঋণের জামিনদার হন। মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থের চেক হস্তান্তরকালে ব্যাংক ম্যানেজার মি. রহমানকে বলেন, 'জামান সাহেবের মতো জামিনদার থাকলে ঋণ দিতে কোনো চিন্তা করতে হয় না।' *[পটুয়াখালী সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক জামাতিরিক্ত কী? ১

খ. ব্যাংক কেন জামানত গ্রহণ করে? ২

গ. উলি-খিত ক্ষেত্রে ব্যাংক কোন ধরনের জামানতের বিপরীত ঋণ মঞ্জুর করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনায় ব্যাংক ম্যানেজারের বক্তব্যকে কি তুমি সঠিক মনে করো? মতামত দাও। ৪

## ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে তাদের জমাকৃত আমানতের বাইরে যে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক জমাতিরিক্ত বলে।

**খ** ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে।

জামানত বলতে ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের নিকট যে সম্পদ জমা রাখে তাকে বোঝায়। ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ ফেরতে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যাংক এ জামানত বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারবে। এতে ব্যাংক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়া জামানত থাকলে ঋণগ্রহীতা জামানতকৃত সম্পদ উদ্ধারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ঋণের অর্থ ফেরত দিতে আগ্রহী হবে।

**গ** উদ্দীপকে উলি-খিত ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যক্তিক জামানতের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করেছে।

ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা যে নিজস্ব নিশ্চয়তা অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করে তাই ব্যক্তিক জামানত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিবর্তে নিশ্চয়তা প্রদানকারীর চরিত্র, সুনাম, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি জামানত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উদ্দীপকে ব্যাংক মি. রহমানকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ঋণের শর্ত অনুযায়ী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব জামাল ঋণের অর্থ ফেরতের নিশ্চয়তা দেন। অর্থাৎ এখানে মি. রহমানকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো ধরনের সম্পত্তি বন্ধক নেয়নি। এক্ষেত্রে মি. রহমানের পরিচিত এক স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর মৌখিক নিশ্চয়তা নিয়ে ব্যাংক তাকে ঋণ প্রদান করে। তাই ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করায় বলা যায়, ব্যাংক এক্ষেত্রে ব্যক্তিক জামানত নিয়ে ঋণ দিয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনায় ব্যাংক ম্যানেজারের বক্তব্যটি সঠিক নয় বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক মূলত পরের অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করে। ব্যাংক ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক উভয় জামানতের ভিত্তিতেই ঋণ প্রদান করে। তবে ব্যক্তিক জামানত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে মি. রহমান ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যক্তিক জামানতের ওপর ভিত্তি করে এ ঋণ মঞ্জুর করেছে। ঋণের অর্থ প্রদানকালে ব্যাংক ম্যানেজার বলেন, জামান সাহেবের মতো জামিনদার থাকলে ঋণ দিতে কোনো চিন্ড়া করতে হয় না।

এরূপ ব্যক্তিক জামানতের ওপর ভিত্তি করে ঋণ দেয়া ব্যাংকের জন্য যথেষ্ট ঝুকিপূর্ণ। কেননা, মি. রহমান ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তার বির“দ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে পারবে না। অব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার বন্ধককৃত সম্পদ বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা নিতে পারবে না বিধায় ব্যাংক ম্যানেজারের বক্তব্যটি সমর্থনযোগ্য নয়।